সংযোগ
Shongjog

এই বুলেটিনটি কোভিড-১৯ মহামারিতে আক্রান্ত বাংলাদেশের নানা শ্রেণী পেশার মানুষের মতামতের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। যার লক্ষ্য হলো, মানুষের ধারণা, আশঙ্কা এবং উদ্বেগগুলোর একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করা, যাতে স্বাস্থ্য এবং মানবিক সংগঠন বা সংস্থাগুলো, মানুষের প্রয়োজন মাথায় রেখে সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে এবং তা বাস্তবায়নে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

বুলেটিনের তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রকাশনায় আমাদের সাথে যৌথভাবে কাজ করতে চান এমন সংস্থাগুলোর সাথে কাজ করতে আমরা আগ্রহী। আমাদের কাজের সাথে যুক্ত হতে চাইলে বা নানা মাধ্যম থেকে পাওয়া মতামতগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করতে চাইলে, দয়া করে mahmuda.hoque@bd.bbcmediaaction.org – এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

করোনাকথা

বৈশ্বিক কোভিড-১৯ মহামারিতে জনগোষ্ঠী থেকে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ০৩ মে ২০, ২০২০

কোভিড-১৯, একটি ‘সুখি মানুষের’ রোগ

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষদের কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ বিষয়ক নিজস্ব ধারণা রয়েছে। তারা বিশ্বাস করেন কোভিড-১৯ হচ্ছে শহরে বা নগরাঞ্চলে বসবাসকারী ‘সুখি মানুষের’ রোগ। তাদের মতে গ্রামের কঠোর পরিশ্রমী মানুষদের এই রোগে সংক্রমিত হওয়ার সুযোগ নেই বললেই চলে। তাদের বিশ্বাস যেহেতু ধর্মীয় অনুশাসন মেনে প্রতিদিন পাঁচ বার ওযু করে নামাজ পড়ছেন এবং রমজান মাসে রোজা রাখছেন তাই তারা নিরাপদেই থাকবেন। এছাড়া তাদের মতে, নগরাঞ্চলে বিশেষ করে অধিক ঘনবসতিপূর্ণ বস্তিতে থাকা মানুষেরাই বেশি ঝুঁকিতে আছে; সেই হিসেবেও গ্রামের মানুষদের সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। মূলত বরগুনা জেলার উপকূলবর্তী এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের কাছ থেকে এই সমস্ত ধারণা সম্পর্কে জানা গেছে। এই ধারণাগুলোর কারণেই, সেই অঞ্চলের মানুষজন পর্যাপ্ত সতর্কতামূলক পদক্ষেপ অনুসরণ করছেন না। কুড়িগ্রাম জেলা থেকে পাওয়া মতামতগুলো থেকে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে, গ্রামীণ সংস্কৃতির কারণেই লোকজনের পক্ষে একে অন্যের বাড়িতে যাওয়া-আসা বন্ধ করাটা কঠিন হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই সামাজিক যোগাযোগ, তাই মানুষ চাইলেও তাদের পক্ষে এটি পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব নয়।

কোভিড-১৯ এর প্রভাব ও শঙ্কা

বিশুদ্ধ পানির অভাব

গ্রামীণ এলাকায় যাদের নিজস্ব নলকূপ বা পানির অন্য কোনো উৎস নেই, তারা পানীয় জলের অভাবে ভুগছেন বলে মতামত থেকে জানা গেছে। এর মূল কারণ হলো, অতীতে পানির প্রয়োজনে মানুষজন তাদের প্রতিবেশীদের নলকূপ বা পানির অন্যান্য উৎসগুলো ব্যবহার করলেও, বর্তমানে সংক্রমিত হওয়ার ভয় থেকে তারা এই সব নলকূপ বা জলাধারগুলো ব্যবহারের অনুমতি পাচ্ছেন না।

নিরাপদ প্রসব বিষয়ক জটিলতা ও ভয়

গর্ভবতী নারীরা বলছেন, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে গেলে অন্য রোগীর কাছ থেকে সংক্রমিত হতে পারেন এই আশঙ্কায় তারা বাড়িতেই সন্তান প্রসবের কথা ভাবছেন। তারা মনে করেন, স্ত্রীরোগ বিষয়ক ওয়ার্ডগুলোতে সবসময়ই রোগীদের ভিড় লেগে থাকে এবং সেখানে সংক্রমিত এলাকা থেকে আসা কোনো রোগী যদি থেকে থাকে, তাহলে তাদেরও সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

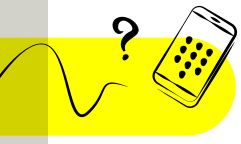

মোবাইল ফোনে তথ্য সেবাসমূহ ব্যবহারে জটিলতা

কিছু মানুষ বলেছেন, মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য তথ্যের জন্য আইভিআর (ইন্টারেক্টিভ ভয়েস রেসপন্স) পদ্ধতি ব্যবহার করতে গিয়ে তারা নির্দেশনাবলী ঠিক মতো অনুসরণ করতে পারছেন না। তারা জানিয়েছেন, এই প্রক্রিয়ায় স্বাস্থ্য সহায়তা পেতে তারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন না।

স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া সংক্রান্ত জটিলতা

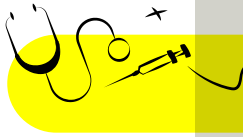

মানুষজন বলেছেন, ইদানীং অন্য কোনো রোগের উপসর্গ বা জটিলতায় ভুগলেও তারা স্বাস্থ্যসেবা নিতে যাচ্ছেন না। এর কারণ হিসেবে অর্থের অভাব, যাতায়াতের সমস্যা, নিজ এলাকায় স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতা, চিকিৎসকদের কাছ থেকে সঠিক সেবা না পাওয়ার আশঙ্কা বা অন্য রোগী থেকে সংক্রমিত হওয়ার ভয়ের কথা তারা বলেছেন। কিছু মানুষ বলেছেন, যে হটলাইন নম্বরগুলোতে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া যায় সেগুলো সম্পর্কে তারা কিছুই জানেন না।

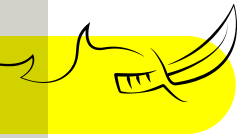

আয় হ্রাস, খাদ্য সংকট ও ক্রমবর্ধমান অপরাধ

বর্তমান নিষেধাজ্ঞার কারণে মানুষজন বলছেন, তারা কোনো কাজ বা ব্যবসা করতে পারছেন না, ফলে তাদের আয় রোজগার বন্ধ হয়ে পড়েছে। তারা আরও বলেছেন, এমনই সমস্যার মুখে পড়েছেন যে দরকারি জিনিসটিও তারা কিনতে পারছেন না। অনাহারে আছেন বা খাবারে সুষম পুষ্টি নিশ্চিত করতে পারছেন না এমন কিছু মানুষ জানিয়েছেন বর্তমানে তাদের কাছে খাদ্য সংকটই সবচেয়ে বড় শঙ্কার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষজন জানিয়েছেন, যে ত্রাণ তারা পেয়েছেন সেটি যথেষ্ট নয়, অন্যদিকে কিছু মানুষ বলেছেন তারা কোনো ত্রাণ সহায়তাই পাননি। এই সমস্ত জটিলতায় ভোগা মানুষেরা বলেছেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা বা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এই মুহূর্তে তাদের কাছে মূল বিবেচ্য বিষয় নয়। তারা বরং আয় রোজগারের উপায় খুঁজছেন। এ কারণেই বর্তমানে ডাকাতির মতো অপরাধপ্রবণতা বাড়ছে বলে অনেকে মনে করছেন।

শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার্থীদের উপর প্রভাব

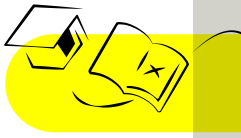

বর্তমান নিষেধাজ্ঞার কারণে শিক্ষা ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের মানুষ বলেছেন, দুর্বল ইন্টারনেট সংযোগের কারণে শিক্ষার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে তাদের ক্লাস করা বা পড়াশোনা চালিয়ে নিতে পারছে না। মানুষজন আরও বলেছেন, এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) পরীক্ষায় যেসব শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়ার কথা ছিল, তাদের পরীক্ষাগুলো আদৌ হবে কিনা এই অনিশ্চয়তায় শিক্ষার্থীরা ব্যাপক হতাশায় ভুগছে।

লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা ও নারীদের অপুষ্টি

কিছু কিছু মানুষ মত দিয়েছেন যে, বর্তমান লকডাউন পরিস্থিতির কারণে লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার পরিমাণ বেড়েছে। কয়েকজন ঢাকায় ঘটে যাওয়া একটি আত্মহত্যার কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যরা বলেছেন, ত্রাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক নারী যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন।

বাংলাদেশের নারীরা (মূলত গ্রামীণ এলাকায়), সাধারণত স্বামী এবং ঘরের অন্যান্য পুরুষ সদস্যদের শুরুতে খাবার পরিবেশন করেন এবং তাদের খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর বাকি যে খাবারটি থাকে সেটি নিজেরা খান। কয়েকজন নারী জানিয়েছেন, প্রায়শই দেখা যায়, পুরুষ সদস্যরা খাবার গ্রহণের পর তাদের জন্য খুবই কম বা একেবারেই কোনো খাবার অবশিষ্ট থাকে না। এই পরিস্থিতিতে বর্তমান খাদ্য ঘাটতির কারণে নারীরা অপুষ্টির ঝুঁকিতে পড়বেন বলে অনেক নারী মত দিয়েছেন।

শারীরিক দূরত্ব বজায়ে প্রতিবন্ধকতা

গ্রামাঞ্চলে, বিশেষত বরগুনার উপকূলবর্তী এলাকাগুলোর কিছু মানুষ খুব কাছাকাছি বসবাস করেন। এই এলাকার অধিকাংশ পরিবার জানিয়েছে দরিদ্রতার কারণে তাদের নিজস্ব কোনো ল্যাট্রিন নেই; ফলে অনেকগুলো পরিবার মিলে তারা নির্দিষ্ট একটি ল্যাট্রিন ব্যবহার করেন। এ পরিস্থিতিতে তাদের পক্ষে কেনো শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা অসম্ভব, সেটি তাদের কথায় উঠে এসেছে। এছাড়াও গ্রামের শিশুরা ঘনঘন বাড়ির বাইরে অন্য শিশুদের সাথে খেলতে যায় এবং এই শিশুদের শহুরে পরিবারগুলোর মতো ঘরে আটকে রাখা কেনো সম্ভব নয় সে সম্পর্কেও তারা বলেছেন। আর এ কারণেই তারা অনুমান করছেন যে তাদের শিশুরা সংক্রমিত হতে পারে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উদ্বেগ

আর্থিকভাবে আরও ঝুঁকির মুখে

মানুষদের কাছ থেকে পাওয়া মতামতগুলো থেকে জানা গেছে যে অধিকাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিই দরিদ্র কিংবা দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছেন। কয়েকজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জানিয়েছেন তাদের অক্ষমতা ইতিমধ্যেই তাদেরকে কাজ করতে বা আয় রোজগারের ক্ষেত্রে নানান চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে এবং তার সাথে বর্তমানে যুক্ত হওয়া এই মহামারীর পরিস্থিতি তাদের অবস্থাকে আরও নাজুক করে তুলেছে। মতামত প্রদানকারী অধিকাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিই চা, শাকসবজি, পান-সুপারির দোকানের মতো ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সাথে জড়িত। কেউ কেউ আবার অন্যান্য দোকান ও গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে চাকরি করেন, কেউ রিকশা চালান অথবা দিনমজুরের কাজ করেন এবং কয়েকজন মূলত ভিক্ষা করেই আয় রোজগার করেন। এছাড়াও, অন্য কয়েকজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলেছেন তাদের কাজ করার সামর্থ্য নেই বলে তারা সম্পূর্ণভাবেই পরিবারের উপর নির্ভরশীল। প্রতিবন্ধী এই ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, বর্তমান এই নিষেধাজ্ঞার কারণে কোনো ধরনের আয় রোজগার না থাকায় জীবিকা উপার্জনের উপায় বের করতে তাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। যারা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোতে কাজ করতেন তারা বলেছেন, তারা বেতন পাচ্ছেন না। তারা জানিয়েছেন, পরিবারের চাহিদার যোগান দিতে গিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। কয়েকজন বলেছেন এই পরিস্থিতিতে তাদের মানসিক অবস্থাও শোচনীয়। তাই এই সংকট সামাল দিতে সংক্রমণের ঝুঁকি নিয়েই তারা এখন রোজগারের উপায় খুঁজতে ঘরের বাইরে বের হচ্ছেন বলে জানিয়েছেন।

ত্রাণ পাওয়া সংক্রান্ত বিড়ম্বনা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা উল্লেখ করেছেন যে তারা পর্যাপ্ত ত্রাণ সহায়তা পাচ্ছেন না। তারা বলেছেন, যদিও সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশনা আছে যে ত্রাণ দেয়ার সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে, কিন্তু বাস্তবে তা সবসময় মানা হচ্ছে না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংস্থাগুলো (ডিপিওস) বলেছে কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের কোন কোন ব্যক্তির সহায়তা পাওয়া উচিত তা নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না। তারা মনে করছেন এভাবে করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদাগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই সাথে যেসব এলাকায় ডিপিওস নেই, সেখানকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে কথা বলারও কেউ নেই; তাই সেসব এলাকার পরিস্থিতি যে আরো খারাপ সেটি তারা অনুমান করছেন।

কিছু এলাকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা জানিয়েছেন যারা ইতিমধ্যেই সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের অধীনে ভাতা পান বলে তাদেরকে কোনো ধরনের ত্রাণ সহায়তা দেয়া হচ্ছে না। এই নিয়মের কারণে বিপর্যস্ত মানুষজন জানিয়েছেন, বর্তমান ভাতা (তিন মাসের জন্য ৭৫০ টাকা) দিয়ে তাদের পক্ষে দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানো সম্ভব নয়। তাদের জন্য আনুষাঙ্গিক অন্যান্য ত্রাণ সহায়তার প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন। এই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের পক্ষে ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রে যাওয়া এবং ভিড়ের ভিতর থেকে ত্রাণ সংগ্রহ করা কতোটা কষ্টকর সে বিষয়েও জানিয়েছেন।

আর্থিক সহায়তার জন্য চাহিদা বাড়ছে

মতামত থেকে জানা গেছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি (বা পরিবর্তে) অন্যান্য জিনিসপত্রও ত্রাণ হিসেবে পেতে আগ্রহী। তাদের মতে ত্রাণ সহায়তা হিসেবে যে খাদ্য তাদের দেয়া হচ্ছে (যেমন: চাল, আলু, ডাল) সেগুলো পর্যাপ্ত নয়। তারা বলেছেন, এই খাবার রান্না করার জন্য অন্যান্য যেসব জিনিসপত্র (যেমন: তেল, মশলা ইত্যাদি) তারা কিনতে পারছেন না। সেই সাথে খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনার সামর্থ্যও তাদের নেই। তারা বলেছেন তারা যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন, সেক্ষেত্রে ডাক্তার দেখানো বা ওষুধ কেনার সামর্থ্য তাদের নেই। কিছু মানুষ বলেছেন, মূলধনের অভাবে তারা তাদের পুরোনো ব্যবসা শুরু করতে পারছেন না। কেননা বর্তমান অবস্থা সামাল দিতে গিয়ে তাদের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ খরচ হয়ে গেছে এবং এখন তারা ভবিষ্যতের চিন্তায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

নিয়মিত চিকিৎসা গ্রহণও কষ্টসাধ্য

প্রতিবন্ধী কয়েকজন ব্যক্তি, উদাহরণসরূপ, যারা পক্ষাঘাতগ্রস্ত এবং নিয়মিত থেরাপি নেন জানিয়েছেন, তাদের পরিবারের পক্ষে এই সময়ে পরিবহনের অপ্রতুলতা, অর্থাভাব এবং চিকিৎসার খরচ ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে তাদেরকে থেরাপি দিতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আর এদের মধ্যে যারা হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রেগুলোতে যেতে পেরেছিলেন, তারা সেখানে পর্যাপ্ত ডাক্তারের অভাব বা ডাক্তারদের কাছে থেকে কোনো রকম পরামর্শ বা চিকিৎসা সেবা না পাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। পক্ষাঘাতগ্রস্ত কয়েকজন বলেছেন, এই ধরনের সমস্যার কারণে তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে।

তথ্যের অপ্রতুলতা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা জানিয়েছিলেন, যেহেতু সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রচার-প্রচারণার বেশিরভাগই টেলিভিশন কেন্দ্রিক এবং তাদের অধিকাংশ পরিবারেরই নিজস্ব টেলিভিশন নেই, তাই তারা পর্যাপ্ত তথ্য পাচ্ছেন না। তারা বলেছেন, লকডাউনের কারণে তারা প্রতিবেশীদের বাড়িতে গিয়েও টেলিভিশন দেখতে পারছেন না। তারা বলেছেন, সঠিক তথ্যের ঘাটতি থাকার কারণে কীভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে সে সম্পর্কে তারা খুবই কম জানেন এবং কোন কোন হটলাইনগুলোতে ফোন করলে সহায়তা পাওয়া যেতে পারে তাও তারা বলতে পারেন না।

কমিউনিটি এঙ্গেজমেন্ট ও অ্যাকউন্টিবিলিটির জাতীয় প্ল্যাটফর্ম-'সংযোগ' এর পক্ষ থেকে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি যৌথ উদ্যোগে এই বুলেটিনটি তৈরি করেছে। হটলাইন, মোবাইল ফোন সাক্ষাৎকার, সরাসরি যোগাযোগ, আলোচনা এবং স্বেচ্ছাসেবকদের কাছ থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের ভিত্তিতে এই সংস্করণটির তথ্যগুলো সংযোজিত হয়েছে। এছাড়াও, বিশ্লেষণধর্মী মতামতগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন (ভারারিয়া ইউনিয়ন, ধামরাই), শারীরিক প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (টঙ্গি সিটি কর্পোরেশন), শারীরিক প্রতিবন্ধী ইউনিয়ন সংঘ (গাজীপুর), সোসাইটি ফর এডুকেশন অ্যান্ড ইনক্লুশন অভ দ্য ডিজ্যাবলড (ঢাকা), বান্ধব প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (খুলনা), অ্যালায়েন্স অফ আরবান ডিপিও (চট্টগ্রাম), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ (নরসিংদী), ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স (ঢাকা, সাতক্ষীরা, শ্রীমঙ্গল), জাগো নারী (বরগুনা), মাহিদেব যুব সমাজ কল্যাণ সমিতি (কুড়িগ্রাম), ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, পঞ্চগড় ও নীলফামারি) এবং দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (বাগেরহাট) এর কাছ থেকে।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন ট্রান্সলেটরস উইদাউট বর্ডার্স এর সহযোগিতায় *'হোয়াট ম্যাটার্স'* বা *যা জানা জরুরি* নামে আরও একটি নিয়মিত বুলেটিন প্রকাশ করে থাকে, যেখানে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা সঙ্কটের সাথে জড়িত জনগোষ্ঠীর কোভিড-১৯ সংক্রান্ত মতামত ও উদ্বেগগুলো বিশ্লেষণ করা হয়। সংযোগ-এর ওয়েবসাইটে এই বুলেটিনগুলো পাওয়া যাবে।